

Gillette-এর মানুষের মতে Wilkinson-এর কাহিনি

Wilkinson Sword ব্র্যান্ডের উৎপত্তি নিয়ে উইকিপিডিয়া যা জানায়, তা-ই বহুদিন ধরে আনুষ্ঠানিক ও অনুমোদিত ভাষ্য বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। অথচ মন দিয়ে পড়লে মনে হয়, গল্পটা বড় সুবিধাজনক, আচারে বাঁধা, আর নিখুঁত ইংরেজ স্থৈর্যে মোড়া। তাই আমি ঠিক করেছি, এ নিয়ে প্রশ্ন তুলব।

ইংরেজরা বরাবরই রক্ষণশীল জাতি। তারা তা প্রমাণ করেছে খুব কম কথায়, কিন্তু অনেক কাজে। রাজমুকুট, ঐতিহ্য, পতাকা বা দেশপ্রেম — কোনোটাই তারা কখনও ছাড়েনি।

একমাত্র তারাই সত্যি সত্যি দুনিয়াটাকে উপনিবেশ বানিয়েছে। তার প্রমাণ এই যে 140 কোটি মানুষ ইংরেজি ভাষার মধ্যেই জন্মায়, আর 400 কোটিরও বেশি মানুষ তা অনর্গল বলে।

এক অর্থে আমরা সবাই এখন ইংরেজ: ইংরেজি হয়ে উঠেছে পৃথিবীর সর্বজনীন ভাষা।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে মহামান্য রানির সেবায় নিযুক্ত এক রাজরক্ষী, যাকে সবাই শুধু উইলকি নামেই চিনত, কাজে বেরোনোর আগে বাড়িতে তৈরি হচ্ছিল। বরাবরের মতোই সবার আগে পরিচ্ছন্নতা আর চেহারা।

দাড়ি কামাতে সে সাধারণত যে ছুরিটা ব্যবহার করত, সেটার দিকে হাত বাড়িয়ে দেখল, ছুরি উধাও। তার মেয়ে এক মাসির বাড়ি যাওয়ার আগে সেটা ধার নিয়ে গেছে। এক মার্কিন ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রেমের সাক্ষাতের আগে নিজের সাজগোজের জন্য তার ওটা দরকার ছিল। এসব ব্যাপার মেয়েদের নিজস্ব বলেই ধরা হত, আর পুরুষদের প্রশ্ন করার কথা ছিল না।

সময় ফুরিয়ে আসছিল।

উইলকি স্ত্রীর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, এখন সে কী করবে।

চোখের পাতা না ফেলেই সে জবাব দিল:

“উইলকি, তলোয়ারটা নাও আর দাড়ি কামিয়ে ফেলো।”

হেনরি উইলকিনসন ছিলেন অসাধারণ প্রতিভার বহুবিদ্যাবিশারদ, বিশেষ করে প্রকৌশল আর প্রকৃতিবিজ্ঞানে তাঁর সহজাত দক্ষতা ছিল। ব্রিটিশ রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁর ব্যবসায়িক সম্পর্কও ছিল।

সেই মুহূর্ত থেকেই জন্ম নিল তলোয়ারের আচার।

পরে তা ছেলের বেলাতেও প্রথা হয়ে দাঁড়াল।

উইলকি থেকে নামটা ক্রমে হয়ে উঠল Wilkinson, আর Wilkinson & Son হল পরিবারের পেশা; ঘরোয়া এক আচার বদলে গেল ব্যবসায়, আর পাতা হল সেই নামের ভিত, যাকে আমরা আজ চিনি।

উনিশ আর বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে কোম্পানিটি দাড়ি কামানোর পণ্যে পা বাড়াল এবং তার প্রথম ব্লেডগুলো জোগাল সেনাবাহিনীকে — প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় 20 লাখ।

ইংরেজ ক্রেতারা দোকানে ঢুকে ব্লেড চাইত না।

তারা শুধু বলত:

“দুই তলোয়ারটা দিন।”

এরই মধ্যে উৎপাদন ছড়িয়ে পড়ল কাঁচি, বড় কাঁচি আর কাটাকুটির আরও বহু যন্ত্রে।

মহামান্য রানির দুই তলোয়ার
ফের্দিনান্দো